গাংনীর ধলা মাঠে কৃষকের ফসল কেটে তসরুপ

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়া ধলা মাঠে কৃষকের ১ বিঘা ১৫ কাঠা জমির ফসল কেটে তসরুপাত করেছে দুর্বৃত্তরা।

শনিবার দিবাগত ধলা গাড়াবাড়ীয়া মাঠে এ ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা সহিদুল ইসলামের ছেলে মফিজুল ইসলামের ১ বিঘা ১৫ কাঠা জমির বেগুন ও কপি কেটে তসরুপাত করেছে দুর্বৃত্তরা।

মফিজুল ইসলাম জানান, আমি বিভিন্ন যায়গা থেকে প্রশিক্ষন গ্রহন করে উদ্যোক্তা প্রথম কপি এবং বেগুন চাষ করি। এমন অবস্থায় আমার বিক্রয় উপযুক্ত ফসল কেটে তসরুপাত করেছে। আমি লোন নিয়ে আবাদ পরিচালনা করেছি দুইদিন আগে এই ফসলের দাম বলে গেছে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা আর আজ তা আর নাই।আমি একদমই শেষ হয়ে গেলাম।কিভাবে লোন পরিশোধ করবো আর কিভাবে সংসার পরিচালনা করবো ভেবে পাচ্ছি না।আমি আজগর,আজগরের ছেলে রাজীব গোভীপুর গ্রামের নজরুল ইসলাম, ধলা গ্রামের নাসিরের ছেলে হুদা মিয়া,গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আইলহকের ছেলে চঞ্চল ইসলামের কঠিন শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। আমার পারিবারিক শত্রুতার জের ধরে আমার এত বড় ক্ষতি করেছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় একই মাঠের কৃষক কুদ্দুস মিয়া জানান এই কপি এবং বেগুন কেনার জন্য দালালরা ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দাম দিয়ে গেছে আর সেই ফসল তারা কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। এত বড় ক্ষতি কিভাবে সয্য করবে, আমি তাদের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং আইনের আওতায় এনে কঠোর বিচার দাবি জানাচ্ছি।

এ বিষয়ে মফিজুলের জামাই শহিদুল জানান আমার ভাই আজগর জমির কাগজ জ্বাল করেছে এ নিয়ে কোর্টে দেওয়ানি এবং ফোজদারি মামলা চলমান আছে। সে বিদেশে থাকে কিন্তু তার ছেলে রাজীব, গোভীপুরের নজরুল ইসলাম, ধলার হুদা ও চঞ্চল সহ এরা কিছুদিন আগেও জসিতে যেয়ে হুমকি প্রদান করেন।এবং জমিতে চাষ করতে বাধা দেয়। কিন্তু আমরা মামলা করেছি কোর্ট থেকে রায় না হওয়া পর্যন্ত দখল ছাড়বো না। কিন্তু তার বিনিময়ে তারা এভাবে জমির ফসল কেটে তসরুপাত করেছে। এর সঠিক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

এঘটনা কে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর কৃষকের মুখে এখন হতাশার ছায়া। তারা শঙ্কায় আছে কখন না জানি তাদেরও ফসল কর্তন করে দেয়। তবে তারা জোর দাবি জানিয়েছে এ সমস্ত লোক কে আইনের আওতায় না আনলে আগামীতে এমন অনেক কৃষকের কপাল পুড়িয়ে দেবে।পথে বসিয়ে দিবে কৃষকদের।

স্থানীয় একই মাঠের কৃষক লাল্টু,মনিরুল,মিজারুল,সহিদুল, কুদ্দুস সহ অনেকেই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে শহীদ মিজানুর রহমান রিপন নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরের কালাচাঁদপুরে শহীদ মিজানুর রহমান রিপন স্মৃতি নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনের আয়োজন করা হয়েছে।

গত শুক্রবার রাতে কালাচাঁদপুর ঈদগাহ মাঠে শহীদ মিজানুর রহমান রিপন স্মৃতি নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়।

কালাচাঁদপুর ৪নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শওকত আলীর সভাপতিত্বে ফুটবল টুর্নামেন্টর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা সহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে কালাচাঁদপুর ঈদগাহ মাঠে শহীদ মিজানুর রহমান রিপন স্মৃতি নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টে একদিকে অংশগ্রহণ করে ছোট ভাই একাদশ অপরদিকে ইলেভেন একাদশ।

[illegible]


Protest Against Israeli Terrorist Attack on Palestine
ফিলিস্তিনের উপর সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইল কর্তৃক বর্বরোচিত হামলা ও গণহত্যার প্রতিবাদে
মানববন্ধন
আয়োজনে : পাংশা উপজেলার সর্বস্তরের জনগণ।

[illegible] [illegible] [illegible] [

মৃদুলের বিরুদ্ধে আদালতের সমন

মৃদুলের বিরুদ্ধে আদালতের সমন

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ঠিকাদার শহীদ শরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে এক কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনারের মামলা করেছেন ব্যবসায়ীক পার্টনার দেবাশীষ বাগচি।

গত বৃহস্পতিবার দেবাশীষ বাগচী মেহেরপুুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-২ এর আমলি আদালত মেহেরপুরে উকিল
নোটিশের সূত্র ধরে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এক্টে মামলার আবেদন করলে আদালতের বিচারক মোঃ তরিকুল ইসলাম মামলাটি আমলে নিয়ে সমন জারীর আদেশ দেন। যার মামলা নম্বর-৯০৭/২৩ (মেহেরপুর)।

মামলার এজহারে দেবাশীষ বলেছেন, পারিবারিক সূত্রে বহু বছর যাবৎ ঠিকাদারি ব্যবসা করে আসছি। সে ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুলের সঙ্গে যৌথভাবে ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করি। ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত গণপূর্ত, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রকৌশলী, এলজিইডিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩০ থেকে ৩৫টা নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করেছি। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৫ থেকে ২৭ কোটি টাকা। ২০২১ সালের প্রথম দিকে যৌথ ঠিকাদারি ব্যবসা পরিসমাপ্তি ঘটালে তার সঙ্গে আমার মূলধন ও লভ্যাংশসহ আনুমানিক দুই কোটি ৫০ লাখ টাকার বেশি পাওনা হয়। প্রাপ্য টাকা না পেয়ে আমি, আমার ও তার পরিবারের লোকজনসহ জেলা যুবলীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে অবহিত করি। এক সময় সবার হস্তক্ষেপে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আমার সঙ্গে হিসাব করতে রাজি হয়। আমি হিসাবে বসতে বললে বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করে একপর্যায়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার

কথা বললে তখন সে মৌখিকভাবে এক কোটি ৮০ লাখ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মীমাংসা করে এবং আমাকে চলতি বছরের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে ঢাকায় যেতে বলে। ঢাকার আদাবরে তার বাসার সামনে গেলে রিংরোড সাহাবুদ্দিন প্লাজার ওসিস কফিশপে বসে আমাকে ২৪ জুলাই তারিখ দিয়ে রূপালি ব্যাংক মেহেরপুর শাখার এক কোটি ৮০ লাখ টাকার একটি চেক প্রদান করে।

আমি চেকে দেওয়া তারিখ অনুযায়ী ২৪ জুলাই টাকা উত্তোলনের জন্য অগ্রণী ব্যাংকে চেক জমা করি। এক সপ্তাহ পর ব্যাংক থেকে চেক ডিজঅনার দেখিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করে। যেখানে লেখা আছে, গত ৪ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। ১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ব্যাংক চেক ডিজাঅনার সার্টিফিকেট দেয়। আমি বিষয়টি আসামীকে জানালে সে আমাকে আজকাল করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকে। অতঃপর আমি বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট সাহেবের মাধ্যমে গত ৩০ আগস্ট আসামী বরাবর এন আই এক্ট ১৮৮১ এর বিধান মতে ডাকযোগে নোটিশ প্রদান করিয়া চেকে উল্লেখিত ১,৮০,০০,০০০/- (এক কোটি আশি লক্ষ) টাকা পরিশোধ করিয় চেকটি ফেরত অথবা বাতিল করার অনুরোধ করি।

ইতোপূর্বে গত ৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ১১টায় মেহেরপুরের সোডাপ মিলনায়তনে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহীদ
সরফরাজ হোসেন মৃদুলের বিরুদ্ধে করা সংবাদ সম্মেলনে পাওনা টাকা ও ন্যায়বিচার না পেলে পরিবারসহ আত্মহত্যার হুমকি
দিয়েছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য দেবাশীষ কুমার বাগচি মনু। অপরদিকে, চেক ডিজঅনার হওয়াতে উকিল নোটিশ পাঠানো দেবাশীষ কুমার বাগচির বিরুদ্ধে উল্টো চেক চুরির মামলা করেছিলেন শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

গাংনী পৌর মেয়রসহ ৭ জনের বিরদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা

ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ আইনের প্রথম মামলায় মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী, গাংনী কৃষি ব্যাংক শাখা সাবেক

সম্প্রতি রফিকুল ইসলাম ওই জমি ও বাড়ি মটগেজ দিয়ে রুপালী ব্যাংক গাংনী শাখা থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। কাগজপত্রের বৈধতা আইন অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করে জমির মালিকানা নিশ্চিত হয়ে ঋণ দেয় রুপালি ব্যাংক। যা নিশ্চিত করেছেন রুপালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। পরবর্তী সময়ে রুপালী ব্যাংক ম্যানেজার আমিরুল ইসলাম কৃষি ব্যাংকের কাছ থেকে নিলামে নেওয়া জিয়ারুল ইসলামের পক্ষ নিয়ে জমি দখলের কাজে সহায়তা করেন।

এদিকে একই জমি রফিকুল ইসলাম ক্রয় করেন আব্দুর রহমানের কাছ থেকে আর জিয়ারুল ইসলাম কেনেন কৃষি ব্যাংকের নিলামে। জিয়ারুল ইসলাম নিলালের মাধ্যমে জমির মালিক দাবি করে জোরপূর্বক দখলে নেওয়ার চেষ্টা করেন ও রফিকুল ইসলামের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি গড়ায় আদালত পর্যন্ত। অপরদিকে ওই জমির হোল্ডিং বাতিল করে পৌরসভা।

প্রতিকার পেতে রফিকুল ইসলাম ৭ জনকে আসামী করে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইনে চলতি মাসে মামলাটি দায়ের করেন।

যার নং- সিআর ৬৮০/২৩। বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে সাত আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেন।
এ বিষয়ে গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী সাংবাদিকদের বলেন, বিধি সম্মতভাবেই হোল্ডিং বাতিল করা হয়েছে। পৌরসভার আইন বিধি মোতাবেক প্রত্যেকটি হোল্ডিং ব্যবস্থাপনা করা হয়। বিষয়টি মেয়রের ব্যক্তিগত নয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করে বিজ্ঞ আদালতে বিষয়টির সুরাহা চাওয়া হবে।

মেহেরপুরে ৪৩টি পূজা মন্ডপে দুর্গোৎসব

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা শুরু আজ। আজ শুক্রবার ২০ অক্টোবর থেকেই পূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হতে যাচ্ছে। পূজা মন্ডপের সব কাজ প্রায় শেষ। মন্দিরের

সাজসজ্জা, আলোকসজ্জা এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে পূজা শুরু হবে। সকল মন্দিরেই দেবীর রং করার কাজও শেষ হয়েছে।

মেহেরপুর জেলায় শুরু হতে যাচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সব চেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা, তাই ঘরে ঘরে দেবী দুর্গার আগমনীর বার্তা।

পূজা উপলক্ষ্যে হিন্দু সম্প্র্রদায়ের মাঝে সাজ সাজ রব। মন্ডপে মন্ডপে চলছে প্রতিমা বোধন প্রস্তুতির কাজ। এবার মেহেরপুর জেলায় ৪৩ টি পূঁজামন্ডপে পূজা উৎযাপন করা হবে বলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন এবং জেলা পুঁজা উৎযাপন কমিটির সূত্রে জানা গেছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৪ টি, গাংনী উপজেলায় ২২ টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৭ টি পূজা মন্ডপ রয়েছে।
শুক্রবার ষষ্ঠী তিথিতে শুরু হবে এ পূজা এবং মঙ্গলবার দশমী তিথিতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে অনুষ্ঠান।

মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব অশোক চন্দ্র বিশ্বাস জানান, ‘২০ অক্টোবর ষষ্ঠী পূজার মধ্যে দিয়ে পাঁচদিন ব্যপি আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হবে। চলতি বছর জেলায় সর্বজনীনভাবে ৪৩ টি মন্ডপে শারদীয় দুর্গা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এবারো প্রতিটি মন্দিরে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসব পালনের জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহন করা হয়েছে।’

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ কামরুল আহসান মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানান, মেহেরপুর জেলার ধর্মীয় সম্প্রীতি সারা দেশের জন্য একটি উদাহরণ। এখানে কার্যত কোন ঝুঁকিপূর্ণ পূজা মণ্ডপ নেই। তবে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
মন্ডপ গুলিতে ইউনিফর্ম ও সাদা পোশাকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নিয়োজিত থাকবে। এছাড়াও থাকছে কুইক রেসপন্স টিম।’

মুজিবনগরে বঙ্গমাতা ফুটবল একাদশকে সংবর্ধনা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে বালিকা (অনুর্ধ্ব-১৭) এর জেলা চ্যাম্পিয়ন হয়ে উপজেলার জন্য গৌরব বয়ে আনার জন্য মুজিবনগর উপজেলা বালিকা ফুটবল একাদশকে সংবর্ধনা প্রদান করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদ এর আয়োজনে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে জাকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
এসময় দলের প্রত্যেক খেলোয়াড় সহ দলের কোচ সোহেল রানা ও ম্যানেজার সাংবাদিক হাসান মোস্তাফিজুর রহমানকে সম্মান সূচক ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ রকিবউদ্দিন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমান হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম রবি, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খানসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

উল্লেখ্য, যে গত ১৬ অক্টোবর জেলা পর্যায়ে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বালিকা (অনুর্ধ্ব-১৭) ২০২৩ গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টে ১৬ই অক্টোবর গাংনী উপজেলা একাদশকে এবং ১৭ই অক্টোবর ফাইনালে মেহেরপুর সদর উপজেলা একাদশকে পরাজিত করে মুজিবনগর উপজেলা একাদশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

রাসেল দিবস পালিত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ সন্তান শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান করেছে বেসরকারি সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি।

দিবসদি পালনে পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির প্রধান কার্যালয়সহ ২৬ টি শাখায় দোয়া ও আলোচনা সভা করা হয়।

বঙ্গবন্ধুসহ ১৫ আগস্টে নিহত পরিবারের অন্যান্য সদস্যের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে আলোচনা ও দোয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মুহঃ মোশাররফ হোসেন, পরিচালক মোহাঃ কামরুজ্জামান, উপ পরিচালক মোঃ কামরুল আলমসহ সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ।

দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাঁশবাড়ীয়া জামে মসজিদের ঈমাম মওলানা মোহাম¤দ বনি আমিন।

মেহেরপুর কারাগারে ইয়াবার চালান নেয়ার পথে আটক ২ মাদক ব্যবসায়ী

মেহেরপুরে আন্তজেলা ইয়াবা ট্যাবলেট ব্যবসায়ী চক্রের দুই সদস্যকে ৯৫০ পিস ইয়াবাসহ আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১ টার সময় মেহেরপুর সদর পুলিশ ফাঁড়ি ইনচার্জ এস আই আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাস টার্মিনাল এলাকায় চট্টগ্রাম থেকে মেহেরপুর এর উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা পূর্বাশা পরিবহনে এ অভিযান

পরিচালনা করে, দুই যাত্রীকে তল্লাশি করে তাদের কাছ থেকে কাছ থেকে ৯৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করে।

আটককৃত মাদক ব্যবসায়ীরা হলো চট্টগ্রামের ভূজপুর উপজেলার মৃত আবুল কাশেমের ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৩২) এবং হাবিবুর রহমানের ছেলে হারুনুর রশিদ (৪০)।



পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রাম থেকে মেহেরপুরে ইয়াবা ট্যাবলেটের একটি বড় চালানো আসছে একটি সুত্র থেকে এমন খবরের ভিত্তিতে মেহেরপুর সদর ফাঁড়ি জেলা গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তা নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা পূর্বাশা পরিবহনে অভিযান চালায়। এসময় যাত্রী বেশে আসা মাদক ব্যবসায়ী হারুনর রশিদ ও দেলোয়ার হোসেনকে চ্যালেঞ্জ করে তাদের শরীর ও কাছে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে বিস্কিটের প্যাকেট থেকে ৫৫০ পিস এবং পকেট থেকে ৪০০ পিস সহ মোট ৯৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ইয়াবার বাজার মূল্য আনুমানিক ২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা।

এদিকে, ঘটনাস্থলের একাধিক প্রত্যক্ষদর্শী ও নাম প্রকাশের অনিচ্ছুক কয়েকজন পুলিশ সদস্য জানান, অভিযান চলার সময় মেহেরপুর জেলা কারাগার কারারক্ষী সোহেল তাদেরকে নিতে এসেছিল কিন্তু গাড়ি থেকে নামা মাত্র পুলিশ আসামিদের আটক করায় সেখান থেকে তিনি সটকে পড়েন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে কারারক্ষী সোহেলের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে মেহেরপুর জেলা কারাগারে অন্তত ২০০০ পিস ইয়াবা প্রবেশ করে। এছাড়াও সোহেল ও আকাশ নামের দুই কারারক্ষী স্থানীয় বুড়িপোতা বর্ডার থেকে নিয়মিত ফেনসিডিলের চালান এনে মেহেরপুর জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে অবৈধ মাদক ব্যবসা করে আসছে।

অভিযানের নেতৃত্ব দেয়া মেহেরপুর সদর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই আশরাফুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসা বাদে তারা সংঙ্গবদ্ধ

আন্তজেলা মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট ব্যবসায়ী চক্রের সদস্য বলে স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার মনির আহমেদের ফোনে একাধিক বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

পরে জেলার আমানুল্লাহ সাথে ফোনে কথা হলে তিনি জানান, ‘সোহেল নামে জেলা কারাগারে তিন জন স্টাফ রয়েছে। একজনের বিরুদ্ধে কিছু অনৈতিক অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’